



352057 - যবে ব্যক্তরি চাকুরীর দায়ত্ব অনকে; তনি কিছু পালন করনে, আর কিছু বাহ্যতঃ পালন করনে প্রকৃতপক্ষে করনে না— এর হুকুম কি?

প্রশ্ন

আমি প্রাইভেটে সেক্টরে চাকুরী করি। মাসকি আমরা যবে কাজ সম্পন্ন করি সটোকে সংখ্যা বা পয়নেট আকারে হিসাব করা হয়। এরপর সবে পয়নেটগুলো বছর শেষে যোগ করা হয়। এ পয়নেটের ভিত্তিতে বাৎসরকি ইনক্রমিনেট বা লাভ দয়া হয়। যবে যবে ডিপার্টমেন্টেরে অধিকৃত সবে ডিপার্টমেন্টে দায়ত্বাবলী কথিবা যাকে বলা হয় টার্গেটে এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতবে করে অধিকাংশ কর্মীর পক্ষে সটো বাস্তবায়ন করা কঠনি হয়। যদি না কটে ছুটির দিনগুলোতেও কাজ না করে কথিবা অফসিয়াল ডিউটির সময়রে আগবে বা পরবে কাজ না করে। অন্যথায় এই টার্গেটে ফুল করতে পারে না। প্রশ্ন হলো: আমি কি গুনাহগার হব কথিবা আমার পাপ হবে কথিবা আমার সম্পদে হারামরে সন্দহে ঢুকবে— যদি দায়ত্বাবলীর কিছু অংশ সম্পন্ন না করা হয়; সময়রে অনুপাতকি হারে যবে দায়ত্বাবলী অন্যায়ভাবে আমার উপর ও আমার সহকর্মীদের উপর চাপিয়ে দয়া হয়। বাহ্যতঃ সাময়িকি বিবেচনায় আমি কাজটি সম্পন্ন করছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজরে অংশ বিশেষে সম্পন্ন হয়ছে; অপর অংশ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই পয়নেটগুলো এই ভিত্তিতে যোগ করা হয় যবে, মটেরে উপর কাজটি সম্পন্ন হয়ছে। উল্লেখ্য, কাজরে বড় অংশ, ৯০% বাহ্যকিভাবে ও গোপনে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হয়। আমরা সকল পরচালকরে কাছে অভিযোগ করছি। কিন্তু কোন লাভ নাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

চাকুরীজীবীর উপর তার চুক্তিতে যবে কর্ম ও দায়ত্বরে উল্লেখ আছে সটো পালন করা আবশ্যক। যদি তনি তাতে কসুর করনে তাহলে তনি যতটুকু কাজ করছেন ততটুকুর বতেনরে হকদার হবেন।

যদি চাকুরীর দায়ত্বাবলী এত বেশি হয় যবে, সাধারণতঃ ডিউটির সময় এই দায়ত্বাবলী সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট নয় সেক্ষেত্রে এই চাকুরীজীবীর সামনে এই অপশনগুলো থাকবে: তনি এটি মনে নিয়ে চাকুরী চালিয়ে যাবনে কথিবা নির্দিষ্ট ময়াদরে চুক্তি হলে চুক্তি আর নবায়ন করবেন না কথিবা মাসকি চুক্তি হলে মাসরে শেষে কাজ করা স্থগতি করে দিবনে।

যদি সেই ব্যক্তি শিরতগুলো মনে ননে তাহলে তার জন্য কাজে কসুর করার সুযোগ থাকবে না।

আপনি প্রশ্নে যা উল্লেখ করছেন ‘বাহ্যতঃ কাজ সম্পন্ন দেখনো; প্রকৃতপক্ষে নয়’— এটি ধোঁকাবাজি, অন্যায়ভাবে হারাম



ভক্ষণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমনিগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্য ততোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খয়ে না, তবে পারস্পরিক সম্মতভাবে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা।" [সূরা নসি, আয়াত: ২৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "কোন ব্যক্তির সম্পদ তার স্বাচ্ছন্দচিত্ত ছাড়া গ্রহণ করা হালাল নয়।" [মুসনাদে আহমাদ (২০১৭২), আলবানী 'ইরওয়াউল গালিলি'-এ (১৪৫৯) হাদিসটিকে সহিহি বলছেন]

তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি ধোঁকা দিয়ে সবে আমার দলভুক্ত নয়।" [সহিহ মুসলিম (১০২)]

সুতরাং আপনি আপনার চাকুরীর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে চেষ্টা করুন; সাথে সাথে উপরস্থ কর্তৃপক্ষের কাছে দায়িত্ব কমানোর চেষ্টা চালিয়ে যান।

আমরা আল্লাহর দোয়া করছি তিনি যেন আপনাকে সাহায্য করেন এবং আপনাকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে রক্ষা দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।